মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা: ২০০৫–২০০৬

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য বিবরণী

বর্তমানে ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় নারী ও পুরুষ তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সরকারগুলোকে তাদের দাবীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার দাবী জানাচ্ছে। তারা চায় তাদের কথা শোনা হোক, তাদের ভোট গণনা করা হোক এবং সকলের জন্য ন্যায় সঙ্গত আইন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। ক্রমেই স্বীকৃতি বাড়ছে যে গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা, যা নাগরিকদের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সমতার দাবী সবোত্তম উপায়ে পুরণ করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট বুশ তার দ্বিতীয় অভিষেক ভাষণে বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হলো প্রতিটি জাতির ও সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সন্ধান করা এবং সেগুলোকে সহায়তা দেয়া, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো পৃথিবী থেকে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো।"

বিগত বছরে বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী ওঠে। রাজনৈতিক বহুমতের উন্মেষ দেখা যায় এবং অভূতপূর্ব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু নতুন সুরক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ইরাকের জনগণ তিনটি নির্বাচনে অংশ নেয় এবং মারাত্মক হানাহানি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পথ ধরে অগ্রসর হয়। ১৯৬৯ সালের পর প্রথম আইনসভার নির্বাচনে আফগানিস্তানের নারী ও পুরুষ সারা দেশে ভোট দেয়, যখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলোতে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে নিয়োজিত।

লাইবেরিয়ায় সহিংসতার পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আফ্রিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন, যা ছিল লাইবেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের এক মাইল ফলক। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাগুলোকে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করা, দুর্নীতি দুর করা এবং সামাজিক অসাম্য নিরসন করার মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হয়েছে। জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে ইউক্রেনের নতুন সরকার মানবাধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম সংখ্যারিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম বারের মতো নাগরিকরা নগর, অঞ্চল ও প্রাদেশিক পর্যায়ে সরাসরি ভোটে তাদের নেতা নির্বাচন করে তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে জোরদার করেছে।

এদিকে, বার্মা থেকে বেলারুশ, চীন থেকে কিউবা, উত্তর কোরিয়া থেকে সিরিয়া এবং ইরান থেকে জিম্বাবুয়ে পর্যন্ত সর্বত্র সাহসী নারী ও পুরুষেরা মত প্রকাশ, সংগঠন, সমাবেশ ও আন্দোলন করার মৌলিক স্বাধীনতা প্রয়োগের কারণে নির্যাতিত হয়েছে এবং বিরাট প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য তাদের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি কিভাবে সারা বিশ্বের নাগরিক ও সরকারগুলোকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান দাবীকে বাস্তব কর্ম পরিকল্পনায় পরিণত করতে সহায়তা করছে তার বিবরণ রয়েছে এই প্রতিবেদনে।

কন্ডোলিৎসা রাইস

পররাষ্ট্র সচিব

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র বিষয়ক কৌশলপত্র

মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র প্রসারে সহায়তা: যুক্তরাষ্ট্রের রেকর্ড ২০০৫ – ২০০৬
গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং শ্রম ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত

বিশ্ব জুড়ে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের কূটনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে। এই প্রতিবেদনে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে আমাদের কৌশলের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিগত বছরে বিশ্বের ৯৫টি দেশের অভ্যনরীণ সংস্কার প্রচেষ্টায় আমরা কি ধরনের সমর্থন যুগিয়েছি এখানে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

২০০৫-এর জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন: "স্বাধীনতা এর প্রকৃতিগতভাবেই বেছে নিতে হয়, এবং নাগরিকরাই তা রক্ষা করে -- আইনের শাসন দ্বারা স্বাধীনতা টিকে থাকে এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেয়। যারা অনিচ্ছুক, আমেরিকা তাদের ওপর আমাদের নিজস্ব ধরনের সরকার চাপিয়ে দেবে না। এর পরিবর্তে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্যরা যাতে তাদের নিজেদের দাবিতে সোচ্চার হতে পারে, তাদের নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং তাদের নিজেদের পথ নিজেরাই গড়ে নিতে পারে সেজন্য সাহায্য করা।"

এই লক্ষ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা সংস্কারের জন্য দাবি জানাচ্ছে তাদের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে বৃহত্তর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী দাবির প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সাড়া দিচ্ছে। সারা বিশ্বের যে সকল সাহসী নারী ও পুরুষ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য নিপীড়নমূলক সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়েছে আমরা তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি। সরকারী কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং ব্যক্তির সাথে জাতীয় পর্যায়ে মত বিনিময় এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বহুপক্ষীয় সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং প্রাগ্রসর গণতান্ত্রিক নীতিমালার মান রক্ষা করি।

সহযোগী গণতান্ত্রিক দেশগুলো যাতে তাদের জনগণের প্রতি গণতন্ত্রের আশীর্বাদ আরো বেশি করে ছড়িয়ে দিতে পারে এবং আইনের শাসনের ভিত্তি আরো শক্ত করতে পারে সে জন্য আমরা তাদের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছি। জনগণের ইচ্ছাই যে সবচেয়ে বড় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা রাজনৈতিকভাবে বহু মতের অস্তিত্বকে উৎসাহিত করেছি এবং সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছি যাতে করে এ সব দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত যে সব সরকার গণতান্ত্রিকভাবে শাসন পরিচালনা করেনি আমরা তাদের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। বিশ্বের বহু দেশে এই সরকারগুলো যখন অবরুদ্ধ হয়েছে, আমরা তখন গণতন্ত্রে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছি।

২০০৫ অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র বিষয়ক কর্মসূচীতে ১শ' ৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে। সঠিক লক্ষ্য সম্বলিত উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কার উদ্যোগকে লালন

করেছি। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ অ্যাকাউন্ট (এমসিএ)। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দারিদ্র্য নির্মূলে সাহায্য পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে একটি দেশকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর পাশাপাশি বর্মী ও কিউবান সরকারের মতো মানবাধিকার লংঘনকারী দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাও আমরা অব্যাহত রেখেছি। ৮টি উন্নত রাষ্ট্রের গ্রুপ (জি-৮), আঞ্চলিক সরকারসমূহ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে সংস্কার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। এগুলোর একটি হচ্ছে 'ফাউন্ডেশন ফর দি ফিউচার' যে প্রতিষ্ঠানটি নাগরিক সমাজকে সমর্থন যোগাবে এবং আরেকটি হচ্ছে 'ফান্ড ফর দি ফিউচার' যেটির কাজ বিনিয়োগে সহায়তা দেওয়া। সবশেষে, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের অধিকতর সুরক্ষাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এই লক্ষ্যে আমরা ২০০৫ অর্থবছরে জাতিসংঘ গণতন্ত্র তহবিলে এক কোটি ডলার প্রদান করেছি এবং জাতিসংঘে একটি নতুন বিশ্বাসযোগ্য মানবাধিকার পরিষদ (হিউম্যান রাইট্স কাউন্সিল) গঠনের জন্য চাপ দিয়েছি যা থেকে মানবাধিকারের নিকৃষ্ট লংঘনকারীরা বাদ পড়বে।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষে এই সকল উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য সরকারের সাথে অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানায়। একই সাথে যে সব বেসরকারী সংস্থা মানবাধিকার রক্ষায় এবং প্রতিদিন প্রতিটি নাগরিক, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র গড়ে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে আমরা তাদেরও বিভিন্ন ধ্যান ধারণা ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন চাই।

মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রসারে সহায়তা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন (বাংলা অনুবাদ)

বাংলাদেশ

সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ বাংলাদেশ। দেশটির প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী । ঐতিহ্যগতভাবে রাজনীতি তিক্ত হলেও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সাধারণত অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়। গত বছর দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা সর্বত্রই লক্ষ্য করা গেছে যার ফলে মৃত্যুও ঘটেছে। আওয়ামী লীগ গত বছরের প্রায় সব সংসদীয় অধিবেশন ও উপনির্বাচন বর্জন করে, ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলের সংলাপের প্রস্তাব বর্জন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনে দলটির দাবী ক্ষমতাসীন দল না মানলে আগামী ২০০৭ সালের অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচন বর্জনেরও হুমকি দেয়। দুর্বল রাজনীতি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাপক দুর্নীতি, এবং মানবাধিকারের ব্যাপারে সরকারি দলের অবজ্ঞার কারণে মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ ক্ষুন্ন হওয়া অব্যাহত থাকে। পুলিশ ও আধা-সামরিক র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (র‍্যাব) মত আইন

প্রয়োগকারী বাহিনী কর্তৃক বিচার বর্হিভূত হত্যা, নির্যাতন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ব্যাপকভাবে রেহাই পেয়ে যায় এবং বিরোধীদলের উপর অন্যায় সুবিধা পেতে বিএনপি তার ক্ষমতা ব্যবহার করে। মানব পাচার এবং মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে রয়ে যায় এবং অপরাধী, রাজনৈতিক কর্মী ও ইসলামী জঙ্গীরা সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করে; আবার কখনও কখনও তাদের উপর হামলা চালায়। সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করলেও এখানে সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম । ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষার সরকারি রেকর্ড গত বছর সামঞ্জস্যহীন ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধের শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যদের সহায়তায় পুলিশ প্রায়ই অকার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের লক্ষসমূহের মধ্যে রয়েছে আগামী ২০০৭ সালের অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ অংশগ্রহন এবং মানবাধিকারের ব্যাপক সুরক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্র চর্চ ও সরকারি কর্মকান্ড ও নীতিমালায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় উৎসাহ প্রদান, আইনের শাসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং রাজনৈতিক ও চরমপন্থী সহিংসতা সৃষ্টিকারিদের ন্যায় বিচার প্রত্যাশার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি ব্যাপক সমর্থন জ্ঞাপন করে।

বাংলাদেশ ভ্রমণের সময় যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা এদেশের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য, এবং গণমাধ্যমের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিয়মিত গণতন্ত্রের গুরুত্ব এবং অধিকার-ভিত্তিক অনুশীলন তুলে ধরেন। বিরোধীদের অধিকার বিসর্জন না দিয়ে বরং চর্চা করার জন্য এবং তাদের আইনগত কর্মকান্ড চালাতে দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানায় । যুক্তরাষ্ট্র ভোটারদের অধিকার এবং তাদের ভয়ভীতি প্রতিরোধসহ গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত ইস্যুসমূহ আলোচনা করতে বাংলাদেশী-আমেরিকান সরকারি কর্মকর্তাদের এদেশে নিয়ে আসে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতন্ত্র সম্প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে এবং আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য ভিত্তি রচনা করেছে। এসব উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ৩৫৫জন মধ্যম সারির নেতাদের জন্য পেশাজীবী নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কোর্স কর্মসূচী এবং দলের মধ্যে যুব-বিষয়ক ইস্যুসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ঐ সকল রাজনৈতিক দলের ছাত্র শাখার ২০,০০০ সদস্য বিভিন্ন উৎসব ও প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। ২০০১ সালের ভোটার তালিকার

সমন্বয়ের উপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে আট শতাংশ ভোটারের নাম সঠিক ছিল না যা একটি নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন বা বিদ্যমান ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে কিনা তার উপর জনগণের বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশী পর্যবেক্ষকগণ বিভিন্ন সংসদীয় উপনির্বাচন এবং চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা অবাধ ও নিরপেক্ষভাবেই বিজয় লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র কতিপয় নির্বাচিত স্থানীয় গ্রুপকে দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রশিক্ষণে অর্থায়ন করেছে । যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনে সহায়তায় সমন্বয় কর্মসূচী ও উদ্যোগ নিতে আন্তর্জাতিক দাতাদের স্থানীয় এক পরামর্শক গ্রুপে সভাপতিত্ব করেছে ।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণমাধ্যম এবং বাক স্বাধীনতা জোরদার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার উপর মনোযোগ দেয়া হয় যারা অপরাধী, রাজনৈতিক কর্মী এবং

ইসলামী জঙ্গীদের কাছ থেকে অব্যাহত চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। তৎকালীন রাষ্ট্রদূত টমাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মকর্তারা এসব ইস্যু জনসম্মুখে উল্লেখ করেন। বিশেষতঃ সাংবাদিকদের জন্য অন্যতম বিপদজনক অঞ্চলের একটি হচ্ছে খুলনা। সেখানে আমেরিকা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এসব ইস্যু জনসম্মুখে উল্লেখ করেন। খুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত নিহত সাংবাদিকদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যুক্তরাষ্ট্র অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ করে মহিলা ও শিশুদের অধিকারের বিরুদ্ধে সহিংসতা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন করেন এমন ৪৮ জন সাংবাদিকের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করে । এছাড়া নির্বাচনে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করে।

সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে আসছে বিধায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকল অংশগ্রহনকারীর জন্য সমিতি ও সমাবেশ করার স্বাধীনতার জন্য সম্মান প্রদর্শন জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় সরকার জোরদার করার জন্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সমিতিগুলোর উন্নয়নকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী নীতির লক্ষ্যমাত্রার জন্য সুস্পষ্ট রূপদান করতে তার সহায়তাপুষ্ট বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম (আমেরিকান সিটি কাউন্সিলের মত) এবং মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ উভয়ই সম্প্রসারিত কৌশলগত পরিকল্পনা কর্মশালা আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র লিঙ্গ

প্রতিনিধিত্ব, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং মহিলা কাউন্সিল সদস্যদের দায়িত্বসমূহের ইস্যু নিয়ে সরাসরি কাজ করতে উভয় সংস্থার মধ্যে মহিলাদের কমিটির গঠনে সহায়তা করে।

গত ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে আইনের শাসন জোরদার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র একটি দীর্ঘ-মেয়াদী প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি বিরোধী কর্মকৌশলপত্র প্রণয়ন করতে অন্যান্য দাতা ও সরকারের সাথে কাজ করেছে। ঐ কর্মকৌশলপত্র একটি খসড়া জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নকে এগিয়ে নেবে। এই খসড়া বিভিন মন্ত্রণালয়ের মুল্যায়নের অধীন ছিল এবং একবার গৃহীত হলে তা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সরকারের সার্বিক কৌশলের জন্য রোড ম্যাপ হিসেবে কাজ করবে।

যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ এলাকায় সম্পদের বণ্টন ও ব্যবহারে নাগরিকদের অংশগ্রহন জোরদার করতে "সুশাসনের সন্ধানে" শীর্ষক এক পরীক্ষামুলক উদ্যোগ শুরু করতে ১১টি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগীতা করে। এই উদ্যোগের প্রথম পরীক্ষামুলক এলাকা ছিল বাংলাদেশের উত্তর পুর্বাঞ্চলীয় জেলা মৌলভিবাজার। ঐ অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক কর্মকান্ডের সমন্বয়, জ্ঞান আদান প্রদান এবং জনগণের ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর গত ২০০৫ সালে আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬৫টি ইউনিয়ন পরিষদ প্রথম উন্মুক্ত বাজেট শুনানীর আয়োজন করে। জনগণ এসব স্থানীয় সরকার, অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট পরীক্ষা এবং সরকারি ব্যয়ের প্রতিবেদন পর্যালোচনার সুযোগ পায়। এই স্বচ্ছতার ফলে গড়ে প্রায় ১৫শতাংশ স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

পারিবারিক সহিংসতার অপরাধের জন্য নির্যাতিত মহিলাদের আইনী সহায়তা প্রদান সম্প্রসারণে পরামর্শ প্রদান করতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর একটি গ্রুপ কাজ শুরু করে। এই গ্রুপ পারিবারিক সহিংসতার জন্য শাস্তি হিসেবে জেল প্রদান করতে খাসড়া আইন প্রণয়ন করেছে। গ্রুপটি বিবাহে পারিবারিক সহিংসতার ব্যাপকতাসহ মানবাধিকার লংঘনের উপর তিনটি বড় ধরণের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

মায়ানমার থেকে আগত ২০,০০০ বেশী রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে শরণার্থীদের সহায়তা করতে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অর্থ প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন শিবিরে বসবাসের অবস্থা উন্নয়নে সরকারকে উৎসাহিত করতে এবং শরণার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ ও কাজের

অনুমতি লাভের মত অন্যান্য যে বিষয়গুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তা লাভে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা জোরদার অব্যাহত রেখেছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক উপসচিব এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী সচিব নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য সহায়তা জোরদার করতে সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু নেতাদের সাথে দেখা করেন। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত আন্দোলন আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে তাদের উন্মুক্ত সহিংস প্রচারণা অব্যাহত রাখে। তবে গত ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বহুবিধ কূটনৈতিক চাপের কারণে বাংলাদেশ সরকার আহমদীয়াদের রক্ষা করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ও মানবাধিকার কর্মীসহ একজন আহমদীয়া মিশনারি ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। বিগত নির্বাচনে প্রচারণার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায় ভয়ভীতি ও অন্যান্য সমস্যায় পড়ায় যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচনে এ বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানী প্রক্রিয়া এলাকায় আন্তর্জাতিক শ্রম মান গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো পর্যবেক্ষণের আওতায় গত ২০০৪ সালে আইন পাশের পর শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ কমিটির (ডব্লিউআরডব্লিউসি) প্রথম নির্বাচন গত ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ২০০৭ সালে প্রত্যাশিত শ্রম সমিতির পূর্ণ স্বাধীনতার অর্ন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ। যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিকদের আইনী অধিকার ও দায়দায়িত্বসমূহের কার্যকারীতা ও বোধগম্যতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ কমিটি (ডব্লিউআরডব্লিউসি) কে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করেছে। শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ কমিটি(ডব্লিউআরডব্লিউসি) শ্রমিকদের অধিকারের প্রতি সম্মান বৃদ্ধির করতে রপ্তানী প্রক্রিয়া এলাকা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ ও একক কারখানা মালিকদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সম্পৃক্ত ছিল। নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের ভীতিপ্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়া গেলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা সরকারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন।

যুক্তরাষ্ট্র মানব পাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সরকারের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বিশেষ পাচার বিরোধী পুলিশ ইউনিটের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মানব পাচার মামলাসমূহ চালিয়ে যেতে সরকারের সক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে

সরকারের সাথে বৈঠক করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে একটি সৃজনশীল ইমাম মত বিনিময় কর্মসূচী বাংলাদেশের কতিপয় অংশে সম্প্রসারিত হয়। ২১০০-এর বেশী ইমাম মানব পাচারের ঝুঁকি, হুমকি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং ১০০ ইমাম নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের প্রশিক্ষণ পুনরায় প্রদান করতে বিশেষ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এসব প্রচেষ্টার ফলে গত ২০০৫ সালে ২৬৬৭ ইমাম শুক্রবারের নামাজের সময় কয়েক লাখ মানুষের মধ্যে পাচার বিরোধী বিশেষ বার্তা প্রদান করেন।

যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে কাজ করার পর দেশে প্রত্যাবর্তনকারী পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য আশ্রয়ের জন্য সহায়তা প্রদান করে। এসব শিশুদের প্রায় সকলেই তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবার কারণে উপদ্রুতদের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচী শুরু করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পরামর্শ প্রদান, নিরাপদ আশ্রয়ের বিধান এবং বিকল্প জীবিকার বিধানের প্রতি উৎসাহিত করতে মানব পাচার থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজনকে সহায়তা করা।

==========